ঝাঁকে
ঝাঁকে
ছড়া
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশক

শ্রীদুলাল বল

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ

বিমল দাস

অলঙ্করণ

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

মুদ্রক

শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী

পি-২১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ আট টাকা

সূচীপত্র

ধরাধরি

ফুল 'ত' ধরি আলতো করে
ফলটা ধরি আঁকড়ে।
দুই আলাদা, ট্রেন ধরা আর
চোরকে ধরা পাকড়ে।

হাতি ধরায় খেদা লাগে
মাথা ধরায় ওষুধ,
সে গান ধরা মিছে, যাতে
কেউ হয় না বুঁদ!

বাজি ধরলে মনে রেখো
যুধিষ্ঠিরের দশা,
বাজপক্ষী থেকে হলেন
নেহাৎ একটি মশা।

গলা ধরায় সুর থাকে না
ধামা-ধরায় মান,
ভেক ধরলে ভিক্ষে মিলুক
যায় কাটা দুই কান!

ধরাধরির অনেক মানে
অনেক ছিরি ছাঁদ,
সব বুঝতে চাওয়ার চেয়ে
ধরা সহজ চাঁদ।

কুপথ্যি

আজগুবি নয় আজগুবি নয়,
আড়াই আনাই সত্যি,
সিংহমশাই করেছিলেন
একদা কুপথ্যি।

কাদার মধ্যে মেছো-কুমির
লুকিয়ে রাখে আণ্ডা,
লোভে পড়ে তাই খেয়ে তাঁর
লাগল বেজায় ঠাণ্ডা।

ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হল
সর্দি থেকে কাসি
কেসে-কেসে সিংহরাজের
বন্ধ হয় বা শ্বাস-ই।

বনের রাজ্যে পড়ল সাড়া
ডাক্ বদ্যি, ডাক্।
সব বদ্যির শেষে এল
ভুশুণ্ডি সেই কাক।

ভুশুণ্ডি তো বদ্যিই নয়,
জ্যোতিষী আর গণক
বিধান দিল ঘড়ি পেতে
গুনে আজব ছক।

হিং-এর সঙ্গে টিং লেগেছে
তার পেছনে ছট্,
কাক-বদ্যি বলে, তাতেই
রোগীর এ-ছটফট।

একমাত্র দাওয়াই এখন
বিষের জবাব বিষ
আণ্ডা খাওয়ার ঠাণ্ডা হবে
আণ্ডাতেই ডিসমিস।

বনের সবাই চারিদিকে
ছুটে হন্তদন্ত
আণ্ডা আনে এতরকম
নাই বুঝি তার অন্ত।

এত আণ্ডা খুঁজতে সবাই
মিথ্যেই হিমশিম
ভুশুণ্ডি কাক যা চায় তা তো
শুধুই ঘোড়ার ডিম।

ছ-কড়া-ম-কড়া ছড়া

ভোজালি বাটালি কাস্তে
নাড়বে চাড়বে আস্তে
মুখোস না পরে মজার শহরে
যেও নাক ভালবাসতে।

লোটন ঝোঁটন লঙ্কা
উড়িয়ে দিলেই ফক্কা
রেওয়াজ মাফিক রুখবে ট্রাফিক
—নইলে বোমা বেমক্কা।

চ্যাংড়া নোংরা বস্তি
চরছে কি শ্বেতহস্তী ?
রোলার গড়ালে রাস্তা ছড়ালে
তবেই সুবোধ স্বস্তি ?

তিড়িক তিড়িক লম্ফ,
মাটির নিচে যে কম্প !
হাজারে হাজারে বেবাক বাজারে
বাজছে কি জগঝম্প।

কল্লোলিনী

গাঙ না নদী ;
নোনা নদী
তার পাড়ে এক বক
মাছের ধ্যানে বসেছিল,
উড়ল কেন হঠাৎ ডেকে, 'কুক্' ?
'কুক' মানে,—ওই আসছে দেখো
কে জোব চার্ণক !

জোব চার্ণফ রাঙা মুখো
হিমেল দ্বীপের পো !
সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে সদাগরীর গোঁ
ভেল্কিবাজি কি লাগাবে তা যদি জানতো !
কি পুঁতল জোব চার্ণক সুতানুটির হাটে
সৃষ্টিছাড়া চারা !

মহামারীর মত ছড়ায় ঘুচিয়ে জলা বাদা
শহর বল্গা ছাড়া।

দু'জন জানি সঙ্গ সুধীর, তিনজনেতেই ভিড়,
লাখের ওপর লাখ জমলে দেবতার অস্থির।
আজব শহর কলকাতা সেই মানুষ দিয়ে ঠাসা,
মাটির ওপর বিষ ফোঁড়া, না ইতিহাসের আশা ?
শহর শহর কলকাতা, যে যা বলে বলুক,

কার পরোয়া কিসের বা তার
চিরকাল সে ভাবীকালের (নতুন যুগের)
ঝাণ্ডা তোলা মিছিল হয়ে চলুক।
'তিলোত্তমা' কোন দুঃখে, থাকুক কল্লোলিনী,
'কি যেন নেই' যন্ত্রণাটা বুকের মধ্যে দিন রাত্তির জ্বলুক ॥

টিপ সই

দ্যাখো যদি লেখবার কলমে
কিছু নেই, ভাঙা এক নিব বই ;
তদুপরি বাড়ন্ত কালিটাও
দোয়াতটা ঠনঠনে শুকনো-ই ।
কোরোনাকো এতটুকু পরোয়া
বুক ঠুকে হেঁকে, দাও শুনিয়ে
বাহান্ন যাঁহা, তাঁহা নব্বই

অর্থাৎ কিছুই না জোটে যদি বরাতে
তা-ই সই তা-ই বিলকুল সই।
কালি ও কলম দুই হোক্ না লোপাট
ঝট করে কেনবার নাই থাক কাছাকাছি
দোকান কি হাট
তবুও ঠেকাতে কেউ পারে কি ?
হালের কিংবা হোক সাবেকী
তেমন দলিল হ'লে
মান ঠিক রাখবই।
নাইবা কলম থাক
কালির-ই কি দরকার ?
আঙুলটা খ্‌চ্‌ করে কামড়ে
তার-ই ডগায় দেব টিপ সই।
তাইতে কেউবা হবে তুষ্ট
কিংবা কেউবা অতি রুষ্ট,
খুশি বা বেজার হোক্
যার যথা মর্জি,
মেজাজের নই আমি-দর্জি।
আমি শুধু ছেপে যাব
যত সব হুকুমৎ-এ
রাঙা রাঙা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

ইষ্টিশন

এক দৌড়ে শরীর গরম,
দু দৌড়ে ক্ষিদে
তিন দৌড়ে রাস্তা খোলা,
যাও না চলে সিধে !
—তবে যাবে কোথায় ?

যেতে কি চাও, অনেক দূরে,
ফুরিয়ে মাটি জল
আকাশ যেথায় একলা হওয়ার
দুঃখে ছলছল ?
—সেথায় কে যায় !

তা না হলে যেতেও পারো
হট্টগোলের হাটে,
যেমন বেচা, তেমনি কেনার
দিকদারী ঝঞ্ঝাটে।
কখ্খনো নয় !

সবার চেয়ে ভালো যাবার
ছোট্ট ইষ্টিশন !
দূর যেখানে জোড়া লাইন
হয়ে ছোটায় মন,
—কোথায় বা নয় !

ইষ্টিশনের নিশান-খুঁটির
দুমুখো সন্দেশ,
লাল চোখ তার মানা জানার
সবুজ নিরুদ্দেশ !
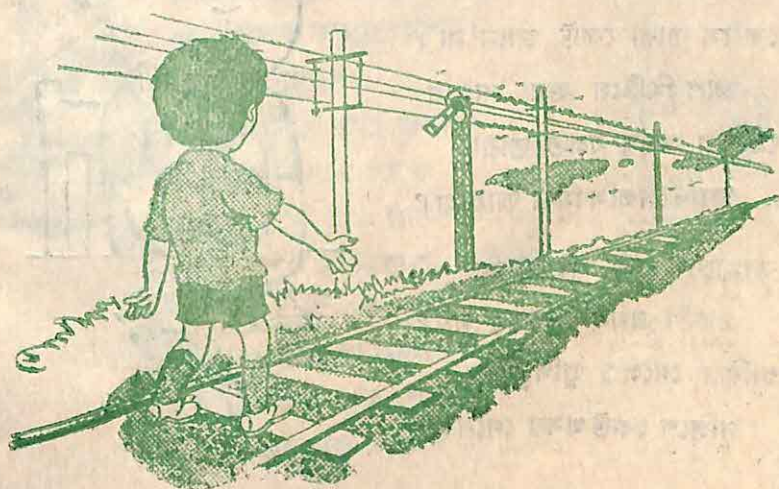
হারিয়ে যাবার বন

আমার শুধু থাকত যদি
হারিয়ে যাবার একটি বন
পালিয়ে যেথায় থাকতে পারি
মন যত চায় ততক্ষণ

গা ছম্‌ছম্‌ করার মত
থাকত একটু আবছা আলো
ঝাঁকড়া যত গাছের মাথায়
ঝুলত কি সব কালোকালো।

কারা যেন ফিসফিসিয়ে
করত কি সব কানাকানি।
বুঝতে যদি চাইতাম ত
লেগেই যেত হানাহানি

কে যে তারা কেউ জানে না।
আশ মিটিয়ে ভয় পাইয়ে,
ফেরার সময় বলত তারা
'বহৎ সেলাম ফির আইয়ে।'

আমাদের এই শহরটাতে
একটা এমন বন কেন নেই?
হারিয়ে গেলেও চুপিচুপি,
পুলিশে কেউ খবর দেবেই।

হারিয়ে যাবার কোথাও বুঝি
মনের মত নেইক উপায়,
সত্যিকারের গুণ্ডাগুলো
টাকার লোভেই ধরে নে যায়।

নানান দেশে কত কি সব
আজব কাণ্ড হচ্ছে এখন,
মিছিমিছি হারিয়ে যাবার
বানাক না কেউ একটি বন।

ছন্দ বদল

যাচ্ছে কেমন বৎসরটা ?
বেশ ভালো।
গ্রীষ্মকালে পেলাম গরম
বর্ষাকালে ঠিক
মেঘ জমল নিয়ম মাফিক
আকাশ জুড়ে কালো কালো,
তারপরে এই শরৎ কালের
শোভা .. বলেই থমকে গিয়ে ভাবি
ঋতুচক্রের এবার বুঝি
ভুল হয়েছে ঘুরিয়ে দিতে চাবি।
গ্রীষ্মকালে গরম হবে-ই
কিন্তু সে কি গনগনে রোদ।
ত্রাহি ত্রাহি ডেকেও ভাবি
বৃষ্টিতে ঠিক মিলবে শোধ,
বৃষ্টি এলো, সে কি বৃষ্টি !
আকাশ-ভাঙা প্রলয়-ধারায়
ধ্বংস যেন করবে সৃষ্টি।
আদিগন্ত গ্রামগঞ্জ
সব-ভাসানো বন্যা আনে
জল-বন্দী লাখে লাখে
আমরা মরি ধনে প্রাণে।
তবুও বলি, তাই হোক, তাই হোক,
ছন্দ বদল করে-ই বুঝি
যায় কিছুটা বোঝা—
এই ভুবনের অতি গোপন
ঋতুর পালার শ্লোক।

হাওয়া দপ্তর

কী চাও ? কী চাও ?
ঠাণ্ডা, গরম, রোদ কি বৃষ্টি, ঝড় ?
ভাবনা কিসের ? আছে তো ওই
কল্পতরু আবহাওয়া-দপ্তর !

সকাল-বিকেল খবর শোনায়
কেমন গেছে দিনটা,
কেমন যাবে, তারও হদিস
দিয়ে ঘোচায় চিন্তা।

মনে শুধু রাখতে হবে,
ভাষাটা তার উলটো।
বৃষ্টি শুনে ধান বুনলে
হবে বিষম ভুল তো।

বৃষ্টি মানেই খটখটে রোদ,
খরা মানেই বৃষ্টি,
'নেই সতর্কবার্তা' মানে
কিছু অনাসৃষ্টি।

তাই তো ভাবি, সোজাসুজি
বৃষ্টি চেয়ে করল কি কেউ মানত্ ?
দেশ-ভাসানো বন্যাতে এই
দিচ্ছি সবাই ভুলের খেসারত ?

আগুন
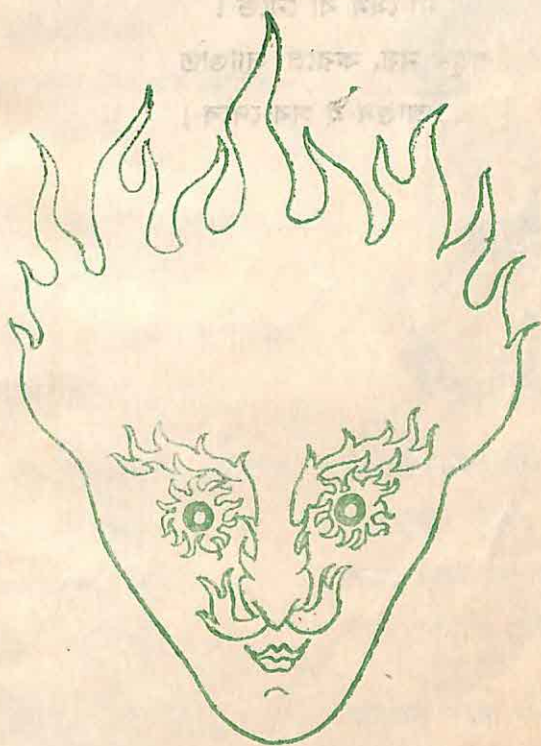
আগুন ! আগুন !

কোথায় আগুন ?

উনুনে, না লণ্ঠনে ?
নিভুনিভু ? গনগনে ?
খোড়ো চালে ? কামারশালে ?
না কি পুবে রাত পোহালে
সূর্যি মামার লাল মুখে ?
কোথায় আগুন ? কার বুকে ?
সামলে রাখো যেখানে থাক,
দাউ দাউ সব না-করে খাক্,
না যেন বা নেভে !
শত্তুর নয়, করলে স্যাঙাত
আগুন-ই সব দেবে !

ফেরারি মেঘ

দুষ্টু আকাশ! মেঘগুলোকে
রাখে কোথায় লুকিয়ে?
যাও-বা দেখায় নেহাত ফাঁকি,
আগেই গেছে শুকিয়ে।

মেঘের কিন্তু অভাব কিসের
সারা দখিন সাগর
ঝাঁকে-ঝাঁকে মেঘের যোগান
দেবার সওদাগর!

কোথায় গেল সে-মেঘগুলো,
ভুল করে কোন্ দেশে
ফেরার হল? না তে-শূন্যে
শূন্য হল শেষে?

রাগ করেছে আকাশ, তা তো
বুঝতে বাকি নেই
যা করব এবার তাতে
ও-গোঁসা ভাঙবেই।

গাছ পুঁতব এমন করে,
ওপর থেকে চেয়ে
দেখবে গেছে রুক্ষ ধরা
শ্যামল শোভায় ছেয়ে।

মিথ্যে খোঁচা দেব নাকো
পরমাণুর বুকে,
প্রলয় নিয়ে খেয়াল-খেলা
যাবে বেবাক চুকে।

চোখের সাথে মন জুড়োবার
ফন্দিটা অভ্রান্ত,
ফেরারি মেঘ তাতেই ফিরে
ঝরবে অবিশ্রান্ত।

এক যে ছিল

এক যে ছিল আরশোলা সে
কেন ছিল কেই বা জানে।
পণ্ডিতেরা ভেবে সারা
কি তার মূল্য কি তার মানে।
আরশোলা সেও থেকে থেকে
শুঁড় দুটি তার নাড়িয়ে ভাবে
জীবন ভরা ফড়ফড়ানির
অর্থ পাবে কোন কেতাবে ?
পাঠ্য এবং অপাঠ্য সব
যা পায় সে'ত দেখে চেটে।
এই ধাঁধাটার জবাব কিন্তু
পায়নি বইএর পাহাড় ঘেঁটে।
বয়স নাকি এত যে তার
নেইক জুড়ি গাছ পাথরে।
কোন সুখে সে আজও শুধু
পাখির নকল করেই মরে!
ঘুপচি পেলেই কেন যে তার
গাদায় গাদায় জোটাই লক্ষ্য
অবশেষে ডি-ডি-টি-তে
ঠ্যাং ছুঁড়ে চিৎ হওয়াই মোক্ষ
মনের ধন্দ ঘোচাতে সে
খুঁজে বেড়ায় প্রাজ্ঞ প্রবীণ।
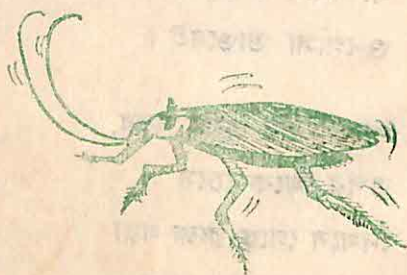
ফড়্‌ফড়িয়ে উড়তে গিয়ে
তাঁরই দেখা পেল সেদিন।
লেপটে আছেন মৌনী ধ্যানী
ঘরের খাড়া দেয়াল সেঁটে।
নেইক কোন নড়ন চড়ন
তৈরী যেন পাথর কেটে।
আরশোলা তাঁর সামনে পড়ে
বললে,—প্রভু—নিলাম স্মরণ।
কৃপা করে দিন সমঝে
কি-ই বা জীবন, কেন মরণ
কি যে আমি, কে-ই বা আমি
আমি-ই যে কেউ, কোথায় প্রমাণ?
আমার মত ফালতু পোকার
বাঁচা মরা নয় কি সমান?
ঠিক! ঠিক! ঠিক! বলেন ধ্যানী
সুরুৎ করে জিভ বাড়িয়ে।
বরাতজোরে আরশোলা তাঁর
নোলার নাগাল যায় ছাড়িয়ে।
ফড়াৎ ফড়াৎ কানার মত
আরশোলা ধায় এধার ওধার।
মৌনী ধ্যানীর কৃপা থেকে
শেষ অবধি পাবে কি পার?

ছড়ার রাজ্যে খরা

কোথায় পাব ছড়া ?
দেশটা ভাসায় অতিবৃষ্টি
মনের মধ্যে কিন্তু শুকনো চড়া।
তবু কলম ঠেলে ঠেলে
দেখছি যদি কোথাও মেলে
কবিত্ব এক কড়া।
তখ্‌খুনি ঠিক কাগজ পেতে
ফেলব সেটা ছড়ায় গেঁথে
বাজারে তার দাম হাঁকব চড়া।
এখন কিন্তু ছড়ার রাজ্যে খরা

যা চাও

এ দুনিয়া এমন মজার
যা যা চাও, পেতেই পারো,
চেয়েছ যা, তা তো বটে-ই,
কিছু তার বেশি আরো !
চাইলে জুতো জোড়া,
পাবে এক তাগড়া ঘোড়া,
হোক্ না পাগলা খোড়া,
তবু তো চড়তে পারো !
চড়তে হয়ে খোঁড়া
ভাঙে ঠ্যাং কারো কারো,
তা ভাঙুক, এটা তো ঠিক
যা যা চাও পেতেই পারো !

যত সব শাস্ত্র খুঁজে
শুধু জ্ঞান দিই অবুঝে,
চাইবে বুঝে-সুঝে,
না-ভেবে চক্ষু বুজে,
চেও না সোজাসুজি।
বায়না আসল যেটা,
নকলে রেখো গুঁজি।
পেতে চাঁদ দিয়ে ফাঁকি,
রটাবে চাই জোনাকি।
চাঁদ না হয়, চাঁদি-ই পাবে,
নসিবের নয়ত চাঁটা-ই !
বলি তাই পাওয়াই নিয়ম
কিছু তার বেশি, যা চাই।

শব্দ

বিগড়ে আছেন বাচস্পতি
শব্দশুদ্ধি শর্মা,
অছ্যুৎ এক শব্দ খোঁজেন
কাবুল থেকে বর্মা।
কানে সেটা গেছে মাত্র,
খুঁজে ফেরেন মানে
শব্দকল্পদ্রুম থেকে সব
বিরাট অভিধানে।
শব্দটা কী, কী তার মানে,
কোথায় বা তা মেলে,
বলতে পারি, ফাঁস হবে না
ভরসা এমন পেলে।
আসল কথা, শব্দটা তো
নয় সত্যি লুপ্ত
বাচস্পতির ভয়েই সেটা
নিজেই আছে গুপ্ত।
পড়লে বারেক তাঁর কবলে
থাকবে কি আর রক্ষে!
শব্দ যদি হয় 'আলো', তাও
দেখবে আঁধার চক্ষে।

করতে বিচার জাত কি বেজাত,
কোথা বা উৎপত্তি,
টুকরো করে ছাল ছাড়াবেন
দেখাতে বুৎপত্তি।
মিষ্টি সরল শব্দটা তাই
পুঁথি-পাড়ায় যায় না
শুদ্ধ হয়ে জাতে ওঠার
তার কোন নেই বায়না!
শোনাই তবে শব্দটা কী,
কেন এমন দামী।
শব্দ হল মায়ের গালে
ফোকলা সোনার 'হাসি'!

জরুরি

খবরটা কি জলদি দেবার ?
দাও না বলে টেলিফোনে।
ফোনটা এখন বোবা বুঝি ?
দেয় না নাড়া ডায়াল-টোনে ?

তবু বলি, ভাবনা কিসের ?
তার করে দাও খুব জরুরি।
তারও বুঝি নেইকো উপায় ?
লাইনে তার গেছে চুরি ?

নাই বা মিলুক ফোন 'টেলি'
দাও একটা চিঠি লিখে।
দেরি একটু হলেও সঠিক
পেঁাছে দেবে বার্তাটিকে।

সে-গুড়েতেও বালি ? কেন ?
চলছে পিয়ন ধর্মঘট ?
কুছ পরোয়া নেইকো তাতেও,
হেঁটেই চলে যাও চটপট।

কিষ্কিন্ধ্যার আইনে

কিষ্কিন্ধ্যার আইনে
যেতে হয় সদা ডাইনে
মুস্কিল শুধু এই
জায়গা নেই সে লাইনে।

সরতেই হয় বাঁয়ে তাই
জোটে তেমনিই আরো সবাই।
জানে কি পড়লে ধরা
কারুরই নেই রেহাই।

কিষ্কিন্ধ্যার পুলিশ
কঠোর যেন সে ফুলিস
ডাণ্ডা দেখিয়ে বলে
লাইনটা কেন ভুলিস।

তখন এক উপায়
ধাছাপই লাগিয়ে গায়
তারই ধ্বজা তুলে বলো
আর সব ছুট হ্যায়।

নামতা

রোদ নেইকো আকাশে মেঘ
মেঘ নেইকো ঝড়
ঝড়ের সাথে বিজ্‌লী চমক
বাজের কড়াকড় ।
কিন্তু জ্বালা এই
ও নামতা থামে নাক
শুধু-ওই-খানেই

ঝড়ে ওড়ায় ঘরের চালা
ওপাড়ায় গাছপালা
বানে ভাসায় গ্রাম গঞ্জ
ছাপিয়ে নদীনালা ।
তাই হোক, তাই হোক ।
নামতা থাকুক চিরকালের,
আমাদেরও তার সঙ্গে
পাল্লা দেবার রোখ ।
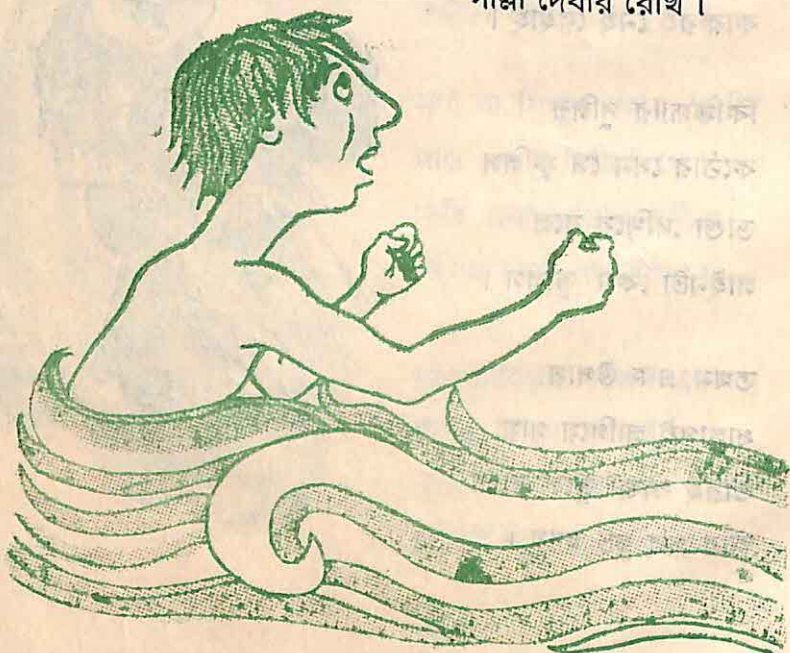
হাট্টিমা টিম টিম

হাট্টিমা টিম টিম !

কে বলে যে মাঠে ঘাটে পাড়ে তারা ডিম ;

তাদের নেইকো মোটে শিঙ্ ।

রটিয়ে গুজব হিংসুকেরা নিজেরা হিমসিম ।

তারা ঝড়ের পিঠে চড়ে,

আনে মেঘ থেকে বাজ ধরে,

তারা দুনিয়া ফেলে চষে,

আকাশ ভরা তারা গুণে

আজগুবি আঁক কষে ।

আঁধার কোথাও দেখলে পরেই

জ্বালায় পিদ্দিম ।

হাট্টিমা টিম টিম ।

হাট্টিমা টিম টিম

তাদের কোথায় সাকিন ?

ঘুমিয়েছিল ঘুপসি—কোণে পূব থেকে পশ্চিম

এলো কোটাল বাণ

ঘুম ভেঙ্গে খান খান !

মাঠে ফসল ফলায়, কাটে

দুষমণেরও কান

তারা মিশিয়ে হাতে হাতে

সবাই থাকে দুধে ভাতে ;

হতোয় না কেউ হক্কের যা

ডাকে না হাকিম ।

হাট্টিমা টিম টিম !

দাদু সাহেবের জন্মদিনে

গুনগুনিয়ে উঠেই ছড়া
যাচ্ছে থেমে চমকে।
হঠাৎ কি কেউ কড়া গলায়
উঠল তাকে ধমকে ?

নয়ক ধমক কান-ফাটানো
আওয়াজ যে ওই দরজায়
আসলে এক মোটর বাইক
মনের সুখে গরজায়।

তাইত ছড়া হার মেনে চুপ
চায়না হতে নাকাল।
চুলায় কিংবা গলায়, জানে
পাবে না আর নাগাল।

আজব যন্ত্র বানাও শুনে
শুধু আশায় আছি,
পাওয়া বুঝি পোঁছে দেবে
চাওয়ার কাছাকাছি।

চাইনা যন্ত্র যেমন তেমন
স্বপ্ন পাড়ার আঁকশি,
মন চাইলেই ঘোরাক শুধু
ভূপাল কি গ্যালাক্সি।

আলোক-বর্ষ-ছোট্ট করে
আয়ু তোমার বাড়ুক।
যদি পারে দাদু এমনি
ভোঁতা কলম নাড়ুক।

উষ্ট্র সংবাদ

মিল খুঁজতে কি বিভ্রাট
হল সেদিন শোনো
একেবারে খাঁটি খবর
নেইক ভেজাল কোনো।
সাহারাতে মরুর মাঝে
ছিল একটি উষ্ট্র—

মিলের দায়ে অবশেষে
ভজল জরাথুস্ট্র।
দুঃখটা তার শুনলে পরে
লজ্জা পাবে বিশ্ব।
উষ্ট্র বলেই কাব্যলোকে
ছিল সে অস্পৃশ্য।
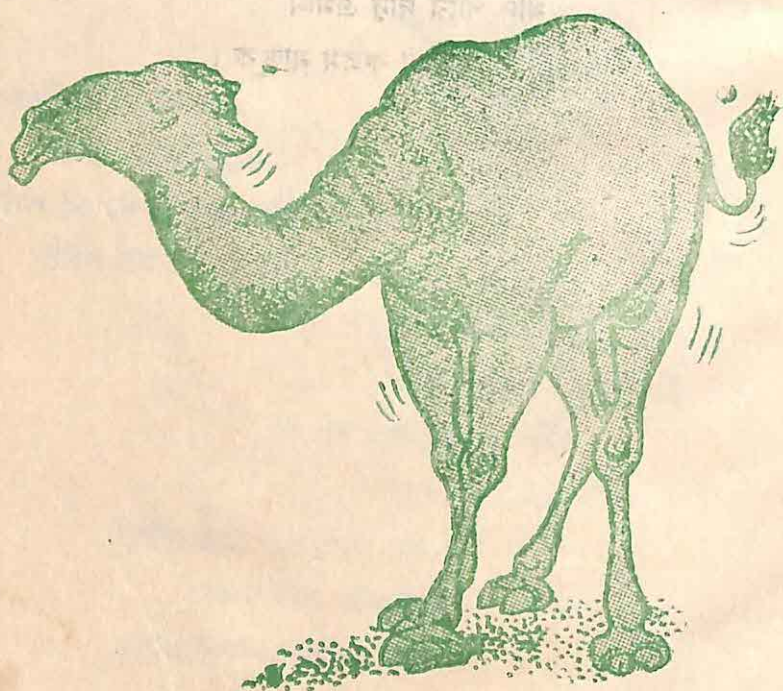
কাব্যলোকে পক্ষিকূলের
সবার আগে ডাক
ছন্দে দুলে যাচ্ছে তরে
শালিক বক ও কাক।
দুঃখে রাগে উষ্ট্রের তাই
সদাই পেত কান্না
কবিরা সব ভুলেও কেন
তার দিকে কেউ চান না।
এই দুঃখে উষ্ট্র শেষে
জরাথুস্ট্র ভজে
পণ করল রাজ্যে তারই
যাবে পদব্রজে
জরাথুস্ট্র কোন রাজ্যে
দিয়ে ছিলেন দেখা,

তাই খুঁজতে উষ্ট্র এবার
চলল একা একা।
পেরিয়ে এল সাহারা আর
পার হল নীল নদ
এখানেতেই যাত্রা কিন্তু
করতে হল রদ।
কি করবে এবার সে
ভেবে না পায় দিশা
যেতে হলে চাই যে আগে
পাসপোর্ট আর ভিসা।
সে সব এখন পাবে কোথায়
যুদ্ধ গেছে লেগে
ইরান ইরাক এ ওর গগনে
কামান যাচ্ছে দেগে।

৩
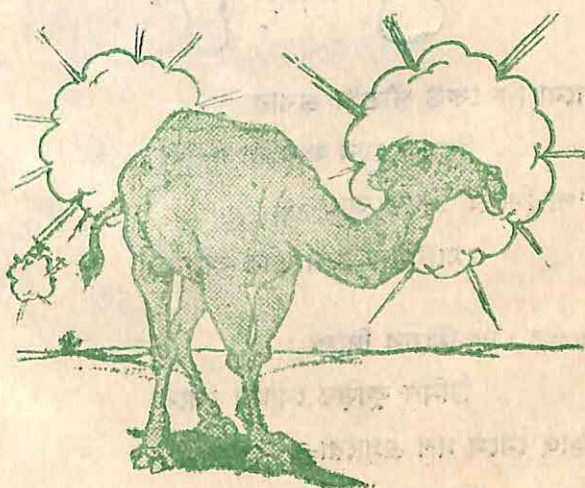
হ্যাংলা শীত

জানো কি কেউ শীতটা এবার
গিয়েও যেন যায় না।
দু'পা গিয়েই ফিরে আসে
মেটেনিক যেন তার বায়না।

তাপের অঙ্ক নিচের দিকে
উনিশ কুড়ির কোঠা থেকে
হঠাৎ নেমে দশ এগারো-র
দিকেই কেন চলে বেঁকে ?

ফুল কপি আর মুঠি মুঠি
তাজা সবুজ কড়াই শুঁটি
নলেন গুড় আর
জয়নগরের মোয়া
তারই সাথে ক্ষীর কমলায়
দার্জিলিং-এর কমলা লেবুর কোয়া
সাঁটিয়ে এসব দিনের পরে দিন
আশ মেটেনি আজও বুঝি, তাই
ঠাঁই নাড়বার তাড়াই তোমার নাই ;

শোনো বলি ও শীত বুড়ো
হ্যাংলামিটা ছাড়ো
যতই কেন লোভ করো না,
যতই কাঁদাকাদি
কালের চারণ ঘুরিয়ে দেওয়া
কালের সাধ্য নাইক কারো !

শীতের পাওনা শীতেই পাবে,
ফাগুন চৈত্রে নয় !
মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দিতেই
ঋতু বদল হয় ।

জম্বু দ্বীপের বাঁদর

জম্বু দ্বীপের বাঁদর,
আজ দুনিয়ায় জবর তাদের আদর
যে পায় ভালবেসে
জাম্বো-জেটে উড়িয়ে নে' যায় দেশে।
রাজার হালে রেখে
পায়েস পুলি মিঠাই খাওয়ায়
কেক, পেস্ট্রী, পিঠে।
তার সঙ্গে মাঝে মাঝে
ফোড়ন শুধু নিউট্রনের ছিটে!
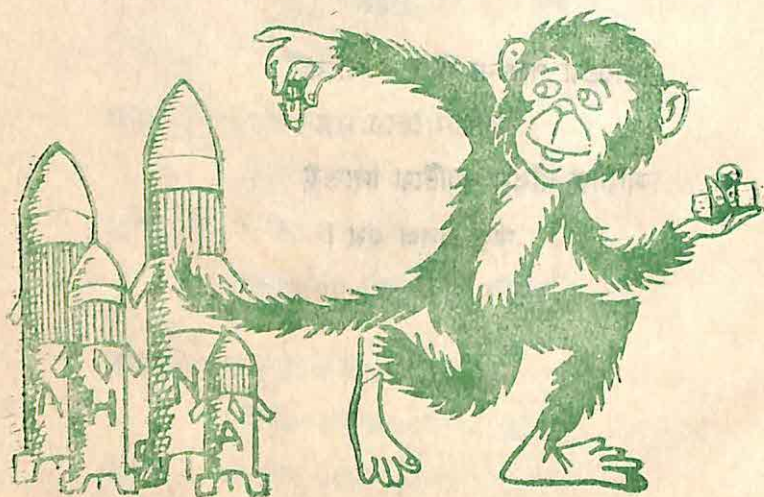
বোমা আছে কতরকম

ছ্যাঁচড়া আর নোংরা

শুনলে সে সব

বুঝবে কি আর তোমরা ?

ধন্যি বাঁদর, নোংরা বোমা

সেইত করে শুদ্ধ

নির্বংশ তাতে যদি

হই বা হদ্দসুদ্দ।

এইটি জানি সার

চোখের জলে অমর কীর্তি—

রাখবে লিখে

ভাবী কালের

করুণ কালাধার।

লাঙ্গুল-মাহাত্ম্য

রাত দুপুরে হবু রাজার
লাগল মনে ধাঁধা,
—সোজা কথা বোঝে কি কেউ
কেউ জানে কি ?—
কেতাব ত সব লিখছে গাদাগাদা
ল্যাজের ডগায় একটা করে
জন্তু কেন বাঁধা ?

কুকুর বেড়াল হাতি ঘোড়া
উট কি হনুমান,
তাদের ল্যাজ না ল্যাজের তারা,
নেই কোনও প্রমাণ !

আসল কথা ল্যাজই সত্য,
জন্তুগুলো ফাউ।
বুঝতে যদি না চায় কেউ, ত
ধরে শূলে দাও।

হবু রাজার যুক্তি শুনে
কেঁদেই সারা গবু
রাজা যত বোঝান, সোঝান
থামেন নাক তবু।

কানটি মলে দিয়ে শেষে
চক্ষু দুটি মুছে
বলেন,—এতদিনে আমার
দ্বন্দ্ব গেল ঘুচে।

এমনি সোজা কথা যদি
থাকত আগে জানা

গড়গড়িয়ে চালিয়ে দিতাম
কবে-ই লাটে তুলে দিতাম
শুখের রাজা-খানা।

এ দুনিয়ার উল্টো মানে
করেছে, সব গাধা।
কালো লাগত যা কিছু সব,
দেখছি এমন সাদা!

ফলের আদর বোঁটার জন্যে
টিকির জন্য মাথার।
জুতো বানাই বলেই পা চাই,
নইলে কি বা দাম তার।

বাড়ির আগে চাই ভাড়াটে,
হাঁড়ির জন্যে রান্না,
ঢাকের জন্যে ঢাকী, চোখের
জলের জন্যে কান্না।

কাঁচির জন্যে পকেট রাখা,
গুলির জন্যে বুক,
দড়ির জন্যে গলার খাতির
চুন কালি চায় মুখ।

দুনিয়াতে যে বলুক না যা,
সার হ'ল লাঙ্গুল।
ল্যাজ বিহনে মানুষই এক
সৃষ্টি ছাড়া ভুক।

রাজা-মন্ত্রী সংবাদ

এক যে ছিলেন মস্ত রাজা
প্রকাণ্ড তাঁর ছিল রাজ্য
দুঃখ শুধু এই দেশটা
বড়ই ছিল সহজ দাহ্য।
—উঠত জ্বলে যখন তখন
দমকল যা ছিল দেশে
থাকত সদাই দারুণ ব্যস্ত।
এধার থেকে ছুটত ওধার
সারারাত আর উদয়াস্ত।
পূবে আগুন না নিভতেই
উত্তরেতে উঠত জ্বলে।
যাবার পথেই আসত খবর
পশ্চিমটাও জ্বলছে বলে।
রাজ্য শাসন সোজা ত নয়,
শানিয়ে নিতে বুদ্ধিটা তাই
দাবা খেলেই দিন কাটাতেন
মন্ত্রী এবং রাজা মশাই।
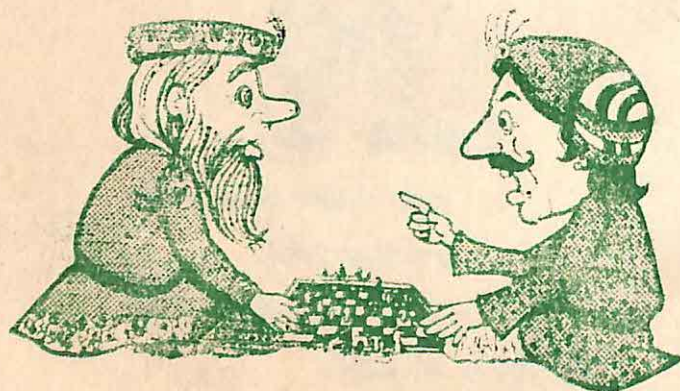
খেলতে খেলতে বলেন রাজা
মন্ত্রী তুমি অকর্মণ্য।
ভাবছি তোমায় দেবই বিদায়
দেশের এমন দশার জন্য।
মন্ত্রী বলেন সে কি কথা।
আমায় যদি দেন তাড়িয়ে
গোঁফ তাড়াতে চাড়া দেবেন
কাকে দাবায় রোজ হারিয়ে ?

তার বদলে উপায় শুনুন
জানাচ্ছি যা, তা অতুল্য
আগুন দিয়ে বাজারে সব
করুন এবার অগ্নি মূল্য
জীবনধারণ করাই যেন
হয়ে ওঠে এমন শাস্তি
জ্বলবে তখন ? আধমরারা
খুঁজবে ঘুমেই শেষ সোয়াস্তি।

বেশ বলেছ বলে রাজা
হাঁকেন হঠাৎ কিস্তিমাৎ।
মন্ত্রী বলেন, ও কোপ নিতেই
ঘাড় করেছি আগেই কাৎ।
করেননি কি নিরীক্ষণ।

আজব সেই আয়না

থাকত যদি এমন আজব আয়না
দেখতে যে যা চায়, সেখানে
তা দেখতে পায় না।
রূপসী সে, দেখবে যে তার
নাকটা যেন খাঁদা
দেখবে গোলাপ অবাক হয়ে
গোলাপ নয় সে, গাঁদা।

দেখবে ময়ূর, আসলে সে
একটা পাতি কাক
দেখবে হাতী গুটিয়ে গেল
শুঁড় হওয়া তার নাক।
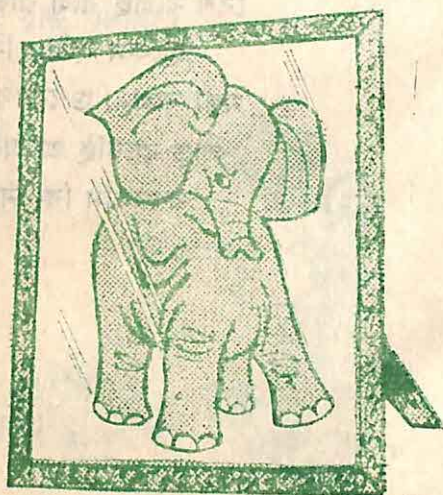
সিংহ মশাই দেখবেন তার
নেই কেশর বাহারী,
তার বদলে মুখে যেন
শুধু ছাগল দাড়ি,

হাওড়া যেন স্টেশন সেথায়
দেখে ভাববে একোন আস্তাবল!
পাতাল রেল কি মূর্ছা যাবে
দেখে নিজের রূপটি অবিকল।

রাজা মন্ত্রী থাকেন যেথায়
সে আয়না লুকিয়ে যদি
রাখি সেসব ঠাঁই
আঁৎকে দেওয়া চমক হঠাৎ
বদলে দেবে না কি দুনিয়াটাই।

রোদবৃষ্টি

এক রোদ্দুর মাঠ শুখোয়
এক রোদ্দুর জল
আর এক রোদে
আকাশ নীলে ছোপায় ঝলমল !

কোন রোদ্দুর চাই ?
মেঘে জরীর পাড় যা লাগায়
সেই রোদ্দুর টাই ?

এক বৃষ্টি তেষ্টা মেটায়
মানুষ আর মাটির,
আর বৃষ্টি দেশ ভাষায়,
ছাপিয়ে নদীর তীর।

কোন বৃষ্টি চাও ?
যে বৃষ্টি ফসল ফলায় !
বাজ যা হানে তাও ?

ভালোর কথা

কোথাও একটু উঁচু—
মঞ্চ পেলেই তাতে চড়ে যারা নাচায় পুচ্ছ
জানাব, তাদের সবার
পালক গুলি ধরে
কিংবা তাতে শুধু
নকল রঙের বাহার

কারও কাছে থাকলে আসল দ্রব্য
সে করে দাতব্য
সত্যি যারা সাচ্চা
দেমাক তাদের
থাকে না এক-কাট্টা,
অহঙ্কারে চায়না তারা হ'তে
শুধুই দ্রষ্টব্য ।

একটু খানি হাসো

অনেক দুঃখ দিয়েছ মা
এবার একটু ক্ষান্তি
দাও যদি ত আমরা সবাই
পাই একটু শান্তি।

দুদিন খরায় জ্বলে পুড়ে
বানে গেলাম ভেসে
মুখ গোমড়া আকাশ তবু
তাও মানলাম হেসে।

এবার শুধু এই মিনতি
একটু খানি হাসো
সাদা মেঘের ভেলায়
সদাই যেমন আসো।

তেমনি এসো কাশের ফুলে
ছড়িয়ে খুশির হাওয়া
উড় উড় মন চাইবে
কোথায় যেন যাওয়া।

যে যাবে যাক পাহাড় কিংবা
দূরে সাগর তীরে
আশ মিটবে আমার যদি
থাকি নিজের নীড়ে!

চেনা যা যা আসছি দেখে
বছর বছর ধরে
মাদুর ছোঁয়ায় দেবে শরৎ
তাই অচেনা করে,
অচেনা আর অবাক মধুর,
চির নতুন করে।

ভাবনা

ফাটল কি ? ফাটল কি ?
বোমা না টায়ার ?
না, কি পটকা ?
চট করে তাই বুঝি
ভেঙে গেল চটকা
জেগে উঠে আচমকা, দেখি কি ?
টেবিলে ম্যাপটা খোলা,
ঠিক তার ওপরে
ছোট্ট পুঁচকে টিকটিকিটি।

ম্যাপটা একটু খুলে দেখে
ভেবেছিলাম কি তা জানো।
ভাগ ভাগ রাজ্য ও দেশগুলো বোঝাতে
লাল নীল হলদের মত
আরো কত রংই না লাগানো
সব রং চাপা দিয়ে
সমস্ত দুনিয়াই
হয়ে যাবে নাকি ঘোর লাল
নিউট্রন বোমা গুলো
চুপি চুপি বানানো
হঠাৎ কোথাও যদি ফাটে কাল।
পিলে যেন চমকালো !
তখখুনি শুনলাম ঠিক ঠিক
বোমার আওয়াজ নয়
ওই ম্যাপ পেতে বসা
ক্ষুদে টিকটিকিটায় টিক টিক।
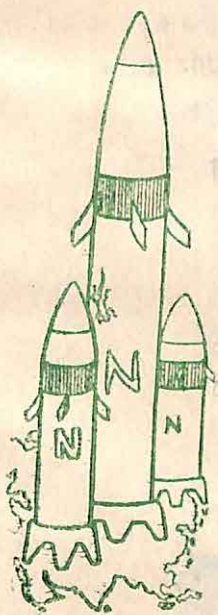
মাফ চাইছি

আরে আরে ব্যাপারটা কি ?
ঝড়ের বেগে
পা দুটোকে চালিয়ে
একটুখানি বকুনিতেই
সত্যি যে শীত ছুটে গেল পালিয়ে
লেপ কম্বল নেই বিছানায়
শাল আলোয়ান সবই এখন বোঝা
সোয়েটার আর পুল ওভারের
সঙ্গে বিদায় নিলে গরম মোজা।
ক'দিন আবার রোদ পোহানো
ভাবতেই যে লাগছে এখন সাজা

ছাতা বিহীন মাথা এখন
দুপুর রোদে হচ্ছে ভাজাভাজা।
মাপ করে দাও ও শীত ভায়া
হ্যাংলা তোমায় কব নাক আর
খেয়ো তুমি আশ মিটিয়ে
আঙুর আপেল আনাজ চমৎকার
এখানে মাঠ পুড়ুক রোদে
পাহাড় চূড়ায় থাকবেই ত হিম!
শীতের আনাজ ফল ও ফসল
সব খেয়ে সিমলা দার্জিলিং।
একটু শুধু দয়া করো
একটু শুধু মায়া
মাঝে মাঝে হিমেল ছোঁয়া
একটু যেন লাগায় রাতের হাওয়া।

দোলে মাদলে বোল

ধিতাংতা ধিতাংতা ধিয়া—ধিয়া—ধিয়া
দিগন্তে উড়ন্ত কত রঙের পাখি আর
ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া।
বন জুড়ে জ্বলন্ত ফুল
শুধুই পলাশ নয়, সাথে শিমূল
রঙীন ও ফুল যেমন
তেমনি সব পাখি।
কি নাম ও পাখিদের
জানিস নাকি?
না-ই জানিসও বানিয়ে দে না।
নামে-ইত নয়, ওরা রঙেও চেনা।

মনে আর বনে আজ এসেছে দোল।

মাদলে শোন শোন উঠছে কি বোল,

ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাই।

রঙে আর রঙ আর নাচে গানে

আমরা সবাই আজ মাতি মাত।

ধিতাং ধিতাই।

বসন্তে আনন্দে প্রাণেরই রঙ

যাকে-ই কাছে পাই

মাখি মাখাই

উল্টো

দুনিয়াটা হত যদি উল্‌টো
পূবে নয়, পশ্চিমে
পাক খেয়ে পৃথিবীটা
ঘোরার নিয়মটাই ভুলত ?
হায়! হায়! কি হ'ত
যে তাহলে ?
—ভেবে ভেবে পাকিও
না চুল।
যে দিকেই ভোর হোক
সেইটেই পূব দিক
এইটুকু জেনো নির্ভুল।
তাই বলি, দুনিয়াটা
যে দিকেই পাক খাক্
নিজের মাথাটা রেখো ঠাণ্ডা।
পাত্তা না পায় যেন
হাহাকার—মন্তর
পড়াবার ঘুঘু সব পাণ্ডা।

বৈশাখ

দিনে আকাশ
খাঁ খাঁ রোদে জ্বলন্ত
রাতের হাওয়া থেকে থেকে
বইতেই যায় ভুলে,
নতুন বছর সুরু করার
এটা কেমন সময়,
মাসটা ঠেলে মাথার উপর তুলে ?
আরও কতই ছিল ঋতু
বসন্ত শীত শরৎ
ফসল পাকার সোনালী অঘ্রাণ
তার বদলে বৈশাখটা
কোন মহিমায় শুনি
কেমন করে পেল এ সম্মান ?
পাঁজি লেখার পণ্ডিতেরা
কোন সে আদ্যিকালে
জানতেন কি এ মাস হবে
বিশ্ব কবির জন্ম দিনে ধন্য
তবে এত খাতির কিসের জন্য ?
ও, বুঝেছি ঠিক বুঝেছি
তপন তাপে শুদ্ধ
বছর সুরুর দিনটি যা দেয়
দুঃসাহসী দূরের গাড়ির ডাক
তার মাসটিই পবিত্র বৈশাখ।

গোলক-পুরাণ

বিশ্বকর্মা পড়েছিলেন ফাঁপরে,
কাল নয় বা নয় পরশু দ্বাপরে।
গড়েছিলেন মনের সাধে মনুষ্য,
কে জানত সেই কর্মই হবে এমন দূষ্য !
এক যে ছিল, অনেক হয়ে, সবাই করে বড়াই,
কে বড় তার করতে প্রমাণ নিত্য চলে লড়াই !
গণ্ডগোলে দিশাহারা, পান না খুঁজে কূল।
বিশ্বকর্মা ছেঁড়েন মাথার যটা আছে চুল।

এলেন তখন নারদ
সব মুস্কিল আসান বিশারদ।

বলেন এসে, গণ্ডগোলটা পাকিয়েছেন ত জবর,
ছুটে এলাম তাইত পেয়ে খবর।
গোল অবশ্য গোড়ার গলদ আপনার

যে দিকে চাই গোল করেছেন বিশ্ব,
বেপরোয়া গোল পাকাবার নেশায়
ভাবেন নি ভবিষ্য।
যাই হোক নেই ভয়
রোগের দাওয়াই তারই মধ্যে মিলবেই নিশ্চয় !
গোলই যখন গণ্ডগোলের মূল,
শোধরাবে না তাতেই কোন ভুল ?
বিষে বিষক্ষয় করতে

গোল দিয়ে গোল বাঁচান,
গোলাকার এক চর্ম গোলক,
তাতেই বিশ্ব নাচান।

নাচুক ঢেঙা, নাচুক বেঁটে-মোটা
খ্যাঁদা খড়্গ নাসা।
নাচিয়ে তুলুন ফর্সা, কালো হলুদ
দুনিয়া জুড়ি যার যাই হোক ভাষ্য।
গ-র ওকার দিলেই যখন
এসেই পড়ে ল,
তখন সবার একই চিন্তা
দিল কে, কে খেল

হাত দুটি থাক ঠুঁটো হয়ে
খেলুক পায়ে মাথায়
যত বড়াই লড়াই যেন
ওই গোলকই তাতায়।
আর যাই হোক
হস্ত দ্বারা না হয় যদি স্পৃষ্ট
তাতেই জানি হবে না আর মোক্ষম অনিষ্ট।
মাঝে মাঝে ফাটবে মাথা, চরণ হবে খঞ্জ,
গালাগালে মুখর হবে দেশ বা নগর গঞ্জ—
তবু ভরসা এই—
বিষ যা জোটায় অ্যাটম বোমায়
কাটতে পারে বিশ্বকাপের খেলায় গোল দিয়েই।

এইত গোলক পুরাণ
ভক্তি ভরে শুনলে হবে
সাত-পেলে-সমান।

বটিকা

গরুদের শিং আছে

ঘোড়াদের নেই,

কেন, কেউ জানে তার অর্থ ?

হিমালয় কেন উঁচু

সাহারায় এত বালি

সমুদ্রগুলো শুধু গর্ত ?

পরীক্ষা-দেওয়া খাতা

    কেন গিয়ে হারিয়ে

ঠোঙা হয় মুদীদের দোকানে ?

টেলিফোন যন্ত্রটা

    থাকে ঠিক বোবা হয়

যখন জরুরী কথা যেখানে ?

কেন পাখা থেমে যায়

গরমের দুপুরেই

আঁধার হলেই বাতি নিভে যায় ?

বাস্‌গুলো জো পেলেই

কেন করে কোলাকুলি ?

সাঁতালদি হামেশাই বেগড়ায় ?

এসব জানতে হলে

সাইক্লোপিডিয়া নয়

অজ্ঞতা বিনশিনী কেনো

নয় পুঁথিপত্তর

হজমিগুলির মত

আজব বটিকা এক জেনো।

এ বড়ির এত গুণ

মুখে দিতে না দিতেই

এক ছুটে চলে যায় মগজে।

তারপর কি যে হয়

নেতাদের বাণী পড়ে

প্রতিদিন বুঝে নিও কাগজে।
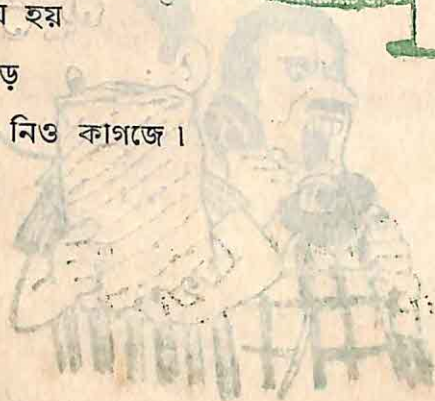
বিচিত্র

চনচনে ক্ষিদে পেলে
কনকনে ঠাণ্ডায়
পৌষের রাত্রে
আর সব কিছু ফেলে
কেউ যদি হাওয়া খায়
উলঙ্গ গাত্রে।
তবে তাকে বলো যদি উন্মাদ
সেটা ভুল
দুনিয়ায় কারো রুচি
কারো সাথে মেলে কি
সবাই আলাদা জেনো বিলকুল।

হাঁফানির টান নিয়ে
কেউ বা অকুতো ভয়ে
জুটলেই খেয়ে নেয় কুলফি।
টাক ভরা মাথা নিয়ে
কেউ বা সেলুনে গিয়ে
লালন করায় মন জুলফি।

যে যাই করুক, তুমি
গ্রাহ্য না করে কিছু
থাকো নিশ্চিন্ত
দুনিয়ার সব্বাই এক ছাঁচে গড়া হলে
কে কাকে কেমন করে চিনত।

অদ্ভুত এক ভূত

শোনো, শোনো, শুনবে যদি
ভূতের গল্প শোনো।
এমন গল্প শোনেনিক
কোথাও কেউ কখনো।
সেই যে আজব ভূত,
সব কিছু তার আজগুবি অদ্ভুত।
মাথাটা তার পায়ের নিচে
মাথার দিকে পা।
আসল কথা, কোনটা মাথা
ঠিক কে জানে না।
হাত ছিল তার দুটোই কিন্তু
ডাইনে যেটা সেটাই বুঝি বাঁ।
পা-এর বেলায় তাই সে ভাবে
কেন, চারটি পা তার হল না।

মুখ আছে তার মুখের মতই
কানের মতই কান।
কান শুনতে মর্জি মাফিক
শোনে কিন্তু ধান
কান যা শোনে মুখ তা আবার
বলে মোচড় দিয়ে।
কথার প্যাঁচে সাচ্চা এবং
ঝুটা যায় গুলিয়ে।

উল্টে পাল্টে 'না' গুলো তার
যায় যে হয়ে 'হাঁ'।
হাঁ গুলো হয় 'না' তেমনি
পায় যদি ঠিক দাঁ।
আয়না দেখে সেদিন ভূতের
আক্কেল গুড়ুম।
আঁৎকে উঠে বলে, এযে
মানুষ বেমালুম।

বুঝে নিও

ছিপছিপে হাতিটা
ঘুটঘুটে জ্যোছনায়
যদি গিয়ে উড়ে বসে
শ্যাওলার ডালটায়।

তবে বুঝে নিও ঠিক
হয়েছ দার্শনিক।
অন্যে যা দেখে, তুমি
দেখো সদা ততোধিক!

ওরা যদি তারা বলে
বোলো তুমি মণ্ডা
গড়াচ্ছে ঝুড়ি ভেঙে
গণ্ডা গণ্ডা।

সবাই যা দেখে শোনে
কিছুতে তা দেখোনা।
পৃথিবীটা গোল শুনে
বোলো ওটা ঢেকোনা।

উপদেশ দিয়ে করি
সাবধান গোড়াতেই
গাধা বলে চাঁটা খেলে
ঠেকাবার কেউ নেই।

ধাঁধা মিশেল

এক না দুই ?
কই না রুই ?
নটে না পুঁই ?
তিল না তিসির বস্তা ?
ঘটি না বাটি ?
কুটো না কাঠি ?
হুজর না হলে
শুধু গোমস্তা ?
মানে কি পেলে ?
না যদি মেলে
তাতেই বা কি ?
তাই কি ফাঁকি ?
কখনো নয়।

হ'লে সেয়ানা
ষোলটি আনা
দু এক রতি
বাঁধার দানা
সব বাণীতে
মেশাতে হয়

বাঁধার নয়
আলোও নয়
একটু খানি
কুয়াশা ময়
জয় ধাঁধার
ধাঁধার জয়।